রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সব্যসাচী রায়চৌধুরী

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

লেখকের কথা

গত কয়েকবছর ধরে 'গ্রন্থতীর্থ'-র কর্ণধার শ্রীশঙ্করী ভূষণ নায়ক আমাকে কয়েকজন মনস্বী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবনী-গ্রন্থ লেখার সুযোগ দিয়ে আসছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ বছর (২০১৩) ওই সংস্থা থেকে আমার লেখা 'অন্নদাশঙ্কর রায়' বেরোবার কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রীতিভাজন অনুজপ্রতিম ছাত্র শ্রীসব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় আমাকে অনুরোধ করেন জ্ঞানতাপস আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে নিয়ে একটি বই লিখবার জন্য। এই মনীষীর সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত—একথা বলায় শ্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংগৃহীত রামেন্দ্রসুন্দর-বিষয়ক ভাণ্ডার আমার হাতে তুলে দিলেন। আমিও অন্তর থেকে অনুভব করলাম এই বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি মনীষীর কথা আমাদের উত্তরপুরুষ প্রজন্ম প্রায় কিছুই জানবে না! আমাদের কর্তব্য এঁর কথা বলা, এর কর্মবহুল জীবন স্মরণ করা ও করিয়ে দেওয়া।

সেই শুরু। এরপর আরও নানা তথ্যাদি ঘেঁটে আচার্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাইয়ের একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য রচনা করেছি।

অনেক দিন ধরেই আমার মনে এক বিস্ময়-প্রতীতি সঞ্চারিত আছে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অসংখ্য মহাপুরুষ আমাদের সারস্বতভুবনকে আলোকিত করেছেন তাঁদের অনেকেই প্রথাগত শিক্ষায় বিজ্ঞানের ছাত্র। রাজশেখর বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, নারায়ণ সান্যাল, বাদল সরকার, এমনকি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ তার কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। এই উদাহরণমালায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বস্তুত, জ্ঞানের জগতে, বাইরে থেকে আরোপিত শিক্ষাব্যবস্থায় 'সাহিত্য-শাখা, বিজ্ঞান বিভাগ, কারিগরি বিভাগ' প্রভৃতি কম্পার্টমেন্টালাইজেশন (Compartmentalisation) যে কত অসার তার প্রমাণ এই নামগুলি।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথাগত শিক্ষা, জীবিকাগত কর্ম এবং মননগত বিচরণ একে অপরের পরিপূরক, কোথাও কোনো বিরোধ নেই। বরং মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি অদম্য ভালোবাসার টানে তাঁর এদেশীয় ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণা তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার নিষ্ঠাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যুক্তিনির্ভর তাত্ত্বিক আলোচনায় ক্ষুরধার তাঁর লেখনী। শিক্ষার জগতেও তাঁর সেই এক লক্ষ। নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য, মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা। সংস্কৃতির জগতে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যুগ্মক্ষেত্রে তাঁর সনিষ্ঠ ও সপ্রেম কর্তব্য সম্পাদন; অথচ কোথাও কোনো জাহিরিপনা বা কর্তৃত্বপনা নেই; আছে এক নীরব ও নিরলস ভক্ত-কর্মীর আত্মনিবেদন। আশ্চর্য উজ্জ্বল তাঁর বন্ধুবলয়।

সুগভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধনেই আবদ্ধ হয়েছেন তাঁরা সেই বলয়ে, —আসলে তাঁকে ভালো না বেসে পারা যায় না। সেই ভালোবাসা তাঁর জ্ঞানের গাম্ভীর্যের প্রতি, তাঁর সদাশয় ব্যবহারের প্রতি, তাঁর নিরলস কর্মযজ্ঞের প্রতি, তাঁর চিন্তা ও কর্মের একাত্মতার প্রতি।

যত পড়েছি তাঁকে, যত জেনেছি তাঁকে, ততই বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় আনত হয়েছে মন। এই মহামনীষীর জীবনী লেখা প্রায় অসম্ভব জেনেও দুঃসাহসী হয়েছি তাঁকে সামান্য দু'মলাটের মধ্যে ধরে রাখতে। পরিশ্রম সার্থক হবে যদি তাঁর প্রতি এই গ্রন্থ-পাঠকের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ আকৃষ্ট হয়। পাঠকের উদ্দেশে একটি কথা—এই গ্রন্থে বাংলা সনের উল্লেখে 'বঙ্গাব্দ' এবং ইংরেজি খ্রিস্টাব্দের ক্ষেত্রে 'সাল' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বত্র একই সন (বাংলা অথবা ইংরেজি) ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

আরও একবার গ্রন্থতীর্থ-র কর্ণধার, ওই প্রকাশনা সংস্থার সকল কর্মী এবং সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিনীত গ্রন্থকার
সব্যসাচী রায়চৌধুরী

সূচিপত্র

বংশ-ইতিহাস ও জন্ম	১১
শৈশব, ছাত্রাবস্থা, বিবাহ ও উচ্চ শিক্ষা	১৬
পারিবারিক জীবন	২৩
শিক্ষোত্তর কর্মজীবন : রিপন কলেজ	২৬
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	৩৬
পঞ্চাশ বছর পূর্তি-তে	৪৮
রবীন্দ্র-রামেন্দ্র সমাচার	৫২
রামেন্দ্রসুন্দর ও সমসাময়িক সারস্বত সমাজ	৬৭
সাহিত্য-সাধনা	৭৮

চরিতকথা-রচয়িতা	৮৫
বিজ্ঞান সাধনা ও দর্শন	৯০
শেষের সেদিন	৯৭
জীবনপঞ্জি	১০১
পরিশিষ্ট	১০৩

এক
বংশ-ইতিহাস ও জন্ম

জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম রামেন্দ্রসুন্দরের। এই বংশের এক সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। বিন্ধ্যপর্বতের সানুদেশে বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণে খাজুরাহো নগর। সেখানে হাজার বছর আগে দুটি জাতির উত্থান হয়। একটি ব্রাহ্মণ জাতি জিঝোতিয়া, অন্যটি ক্ষত্রিয় জাতি চান্দেল। জিঝোতিয়া বংশ কান্যকুব্জ বা কনৌজীয় শ্রেণির একটি শাখা। অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত কবি, যোগী ও শাসনকর্তার জন্ম হয়েছে এই জিঝোতিয়া বংশে। একবার শের শাহের সঙ্গে চান্দেলদের যুদ্ধ হয় এবং কালিঞ্জরের চান্দেল-বংশ ধ্বংস হয়। সেই সময় দু'চার ঘর জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে এক ঘর ব্রাহ্মণ রাজা মানসিংহের সঙ্গে যোগ দেন এবং বাংলা দখল করতে আসেন। তাঁরা মানসিংহের কাছে ফতেসিংহ পরগনার জায়গির পান। ফতেসিং বা ফতেসিংহ পরগনা বলতে পশ্চিমবঙ্গের মুরশিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত সমগ্র কান্দি ও ভরতপুর থানা এবং বড়োঁয়া,

গোকর্ণ ও খড়গ্রাম থানার অংশবিশেষকে বোঝায়। বাংলায় মোগল অধিকার স্থাপিত হবার পর ফতেসিংহর জমিদারি পুণ্ডরীক বংশের সবিতা রায়ের অধীনে আসে। পুণ্ডরীক বংশে উৎপন্ন ফতেসিংহ রাজবংশকে আশ্রয় করে কয়েক ঘর জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ফতেসিংহ পরগনায় বাস করতে থাকেন। যতদূর জানা যায় মনোহররাম ত্রিবেদী অথবা তাঁর পুত্র হৃদয়রাম প্রথম বাংলায় আসেন ও ফতেসিংহ পরগনায় জায়গির পান। তাঁরা মুরশিদাবাদ জেলার শান্তিপুরের কাছে টেঁয়া-বৈদ্যপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। হৃদয়রামের পুত্র দয়ারাম এবং দয়ারামের চার পুত্র, যথাক্রমে গদাধর, বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারায়ণ।

অন্যদিকে, ১১৯৭ বঙ্গাব্দে পুণ্ডরীক বংশের রাজা নীলকণ্ঠ রায় দু'জন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁদের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ। নীলকণ্ঠের মৃত্যুর সময় এঁরা নাবালক ছিলেন। এঁদের তত্ত্বাবধান করবার জন্য নীলকণ্ঠ মৃত্যুর আগে দুজন আত্মীয়কে দায়িত্ব দেন। তাঁরা হলেন সীতারাম ত্রিবেদী ও গদাধর ত্রিবেদী।

গদাধর ত্রিবেদীর পিতা দয়ারাম। গদাধরেরা চার ভাই। তিনি সবচেয়ে বড়ো। তাঁর তিন ছোটো ভাই যথাক্রমে বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারায়ণ। তাঁরা একান্নবর্তী ছিলেন এবং টেঁয়া-বৈদ্যপুরে বাস করতেন। সেখান থেকে ন-দশ মাইল দূরে জেমো। জেমো, কান্দি মিউনিসিপ্যালিটির একটি ওয়ার্ড। জেমো ও কান্দিকে অনেক সময় একসঙ্গে জেমো-কান্দি বলা হয়। এর পূর্বদিকে আট মাইল দূরে গঙ্গা বা ভাগীরথী; তার তীরে টেঁয়া। সেই টেঁয়ার একজন প্রতিপত্তিশালী মানুষ গদাধর। একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা এবং অনুজদের প্রতি স্নেহশীল গদাধর অপুত্রক ছিলেন।

গদাধরের ভাই বৈদ্যনাথের বিবাহ হয় ত্রিপুরা দেবীর সঙ্গে। তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র বলভদ্র জন্মান ১২০৫ বঙ্গাব্দে। বলভদ্রের বিবাহ হয় পুণ্ডরীক বংশের রাজা নীলকণ্ঠের অন্যতম দত্তকপুত্র

লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা দয়াময়ীর সঙ্গে। বিবাহসূত্রে বলভদ্র লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে প্রচুর ভূসম্পত্তি পান। সেজন্য তিনি টেঁয়া ছেড়ে জেমো-তে নতুন বাড়ি তৈরি করে সেখানেই বাস করতে থাকেন। এই বলভদ্র ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের প্রপিতামহ।

বলভদ্রের মৃত্যু হয় ১২৪৬ বঙ্গাব্দের ৮ জ্যৈষ্ঠ। তাঁর ও দয়াময়ীর তিন পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণসুন্দর। কৃষ্ণসুন্দরের দুই বিবাহ। প্রথমার মৃত্যুর পর রোহিণীকে বিয়ে করেন। কৃষ্ণসুন্দর ও রোহিণীর দুই পুত্র, গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর। গোবিন্দসুন্দরের স্ত্রীর নাম চন্দ্রকামিনী। তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেন্দ্রসুন্দর।

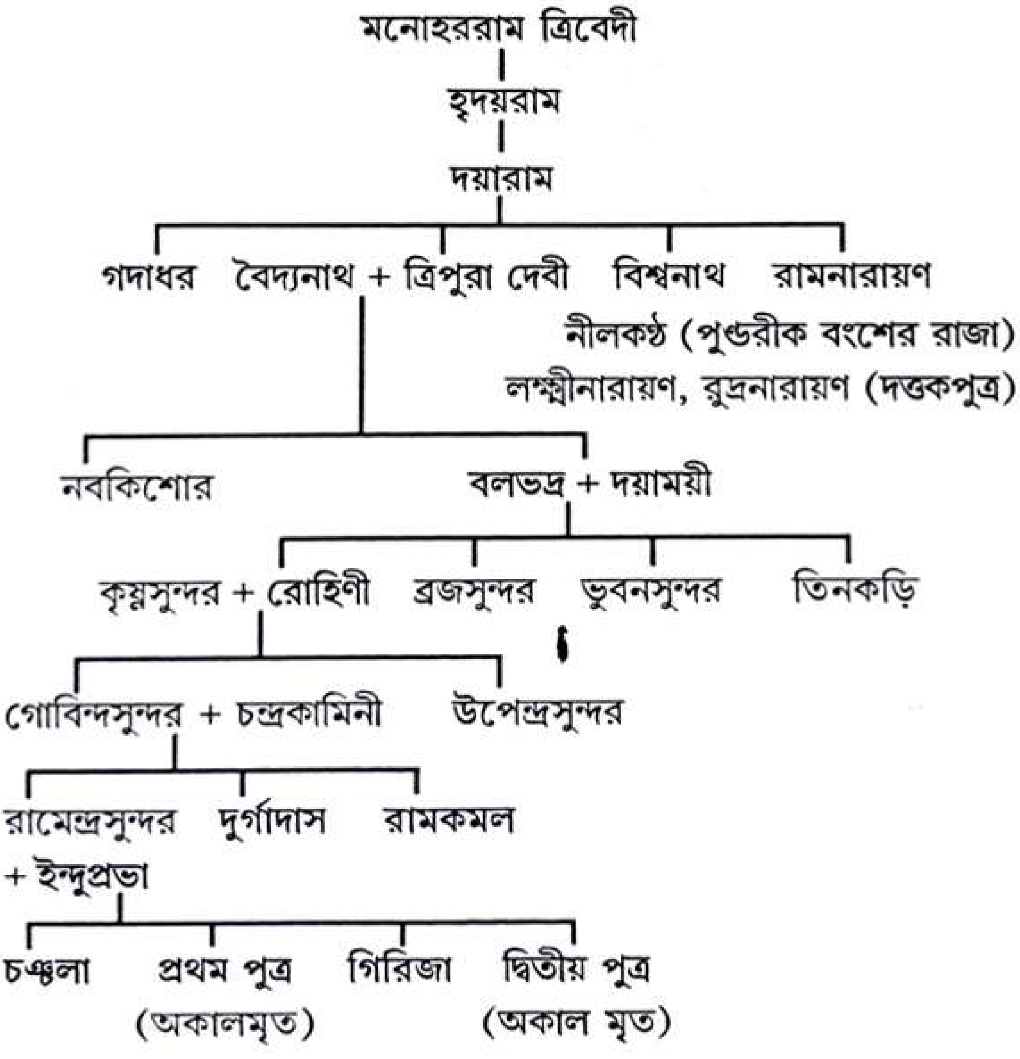

রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয় ১২৭১ বঙ্গাব্দের ৫ ভাদ্র (১৮৬৪ সালের ২০ আগস্ট)। তাঁর দুই অনুজের নাম দুর্গাদাস ও রামকমল।

এঁদের পিতা গোবিন্দসুন্দরেরও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন, 'গণিতে, বিজ্ঞানে বিশেষত সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরক্তি ছিল।... পারমার্থিক বিষয়ে তিনি নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ঈশ্বরের তুষ্টি বা রুষ্টির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন না। কোনরূপ কুসংস্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।' গোবিন্দসুন্দরের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল স্বদেশপ্রেম। তিনি 'বঙ্গবালা' নামে একটি উপন্যাস ও 'দ্রৌপদী নিগ্রহ' নামে একটি নাটক লেখেন। জেমোর নাট্যামোদীদের নিয়ে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে তিনি একটি নাট্যদল করেন। জেমোতে 'দ্রৌপদী নিগ্রহ'-এর অভিনয়ও হয়েছিল। অভিমন্যু বধের কাহিনি নিয়েও তিনি একটি নাটক লেখেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এক পিতামহ (কৃষ্ণসুন্দরের ভাই) ব্রজসুন্দরও কাব্যামোদী ছিলেন। তিনি 'মাধব সুলোচনা' নামে একটি গদ্যপদ্যময় নাটক ও 'স্বর্ণসিন্দর সিংহ' বা 'গৌরলাল সিংহ' নামে একটি প্রহসন লেখেন। রামেন্দ্রসুন্দরের কাকা উপেন্দ্রকিশোর পরোপকারী এবং সদাশয় মানুষ ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে জেমোর রাজবাড়ি থেকে প্রতিদিন শতাধিক রোগীকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেওয়া হত। তিনি সহজেই, এমনকি অনেক সময় মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করতে পারতেন। শেকসপিয়রের Pericles Prince of Trye অবলম্বন করে একটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস রচনা করেছিলেন সংস্কৃত শ্লোকে। রামেন্দ্রসুন্দরের মা চন্দ্রকামিনী দেবী ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী মহিলা; খুব শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন, কম কথা বলতেন। তাঁর জীবনের মূল সুর ছিল ভক্তি ও প্রীতি। এঁদের সকলেরই প্রভূত গুণাবলি যে রামেন্দ্রসুন্দরে সঞ্চারিত হয়েছিল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উত্তরকালে ফতেসিংহ-র জিঝোতিয়াদের সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন 'ফতেসিংহ মধ্যে যে কয়েক ঘর জিঝোতিয়া আছেন তাঁহাদের উপাধি দীক্ষিত, ত্রিবেদী (তেওয়ারী), চতুর্ব্বেদী (চৌবে), দ্বিবেদী (দুবে), বাজপেয়ী, উপাধ্যায় ও মিশ্র। জমিদারী ও লাখেরাজ ভূসম্পত্তি ও কৃষি হইতে ইঁহাদের জীবিকা চলে। যাজন কার্য্য সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।'